মিটমাটের সুযোগ

(Opportunity for Reconciliation)

আদিপুস্তক ৪২ অধ্যায় ৯-২০ পদ

সদাপ্রভু ঈশ্বর আপন সার্বভৌমত্বে মিসর এবং তার চারপাশের সমস্ত দেশে যে প্রবল দুর্ভিক্ষ আনতে চলেছিলেন, তার পূর্বাভাষ তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে মিসরের রাজাকে জানিয়েছিলেন। কেবল তাই নয়, সেই স্বপ্নের অর্থ রাজাকে বলে দেবার জন্য তিনি উপযুক্ত সময়ে যোষেফকে কারাগার থেকে তাঁর রাজপ্রাসাদে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। যোষেফ কেবল রাজার স্বপ্নের অর্থ ব্যাখ্যা করেনি, ৭ বৎসর শস্য বাহুল্যের পর যে ৭ বৎসরের দুর্ভিক্ষ আসতে চলেছে, তার মোকাবিলার জন্য শস্য সংরক্ষণ করতে যোষেফ রাজাকে সুপরামর্শও দিয়েছিল। তার সুপরামর্শ অনুসারে, রাজা তাকে সমগ্র মিসর দেশে শস্য সঞ্চয়ের কাজে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দান করেন ও নিজের বাটীর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। দায়িত্ব পেয়ে যোষেফ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মিসরের সমস্ত নগরে উৎপন্ন প্রথম ৭ বৎসরের শস্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ সঞ্চয় করেছিল। ফলস্বরূপ, সঞ্চিত শস্যের পরিমাণ অপরিমেয় হয়ে উঠেছিল (৪১:৪৯)।

৭ বৎসরের শস্য বাহুল্য শেষ হলে, যখন ৭ বৎসরের দুর্ভিক্ষ শুরু হল, তখন সেই দুর্ভিক্ষ কেবল মিসর দেশে নয়, কিন্তু মিসরের চারপাশের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সেই দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করার জন্য কেবল মিসরে শস্য মজুত থাকার কারণে সমস্ত দেশের মানুষ শস্যের সন্ধানে মিসরে আসতে বাধ্য হল। এই কথা বলে যখন ৪১ অধ্যায় শেষ হয়েছে, তখন আমরা ৪২ অধ্যায়ে দেখতে পাচ্ছি, কনানের অধিবাসী যোষেফের দাদারাও শ্যসের সন্ধানে মিসরে আসতে বাধ্য হয়েছে। আর এইভাবে যোষেফের দাদারা মিসরে আসার ফলস্বরূপ, দাদাদের সঙ্গে যোষেফের পুনর্মিলনের সুযোগ তৈরী হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, তাদের এই **পুনর্মিলন** কি তাদের সম্পর্ক মিটমাট করবে বা **পুনর্মিত্রতা**র পথে এগিয়ে যাবে? আজ আমরা যোষেফের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ককে প্রথমে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করব এবং তারপর সেই সম্পর্ককে জোড়াতালি লাগাতে ঈশ্বর তাদেরকে, বিশেষত যোষেফকে কীভাবে ব্যবহার করেছিলেন, তা দেখব।

ক। <u>দাদাদের সঙ্গে যোষেফের ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ক</u>: ৪২ অধ্যায় শুরু হয়েছে, এমন কথা বলে, ***"আর যাকোব দেখলেন যে, মিসর দেশে শস্য আছে, তাই যাকোব নিজের পুত্রদের বললেন, তোমরা পরস্পর মুখ দেখাদেখি করছ কেন? তিনি আরও বললেন, দেখ, আমি শুনলাম, মিসরে শস্য আছে, তোমরা সেখানে যাও, আমাদের জন্য শস্য ক্রয় করে আনো; তাহলে আমরা বাঁচব, মরব না"*** (১-২ পদ)। এই কথা থেকে আমরা উপলব্ধি করি, যোষেফকে বিদেশীদের কাছে বিক্রি করার পর ২০ বৎসর পেরিয়ে গেছে (১৭ বৎসর বয়সে তাকে বিক্রি করা হয়, ৩০ বৎসর বয়সে যোষেফে মিসরের প্রধান মন্ত্রী বা উপরাষ্ট্রপতি হয়, তারপর ৭ বৎসরের শস্য বাহুল্যের সময় অতিক্রান্ত হয়েছে) কিন্তু তার দাদাদের কোনো পরিবর্তন হয়নি। দুর্ভিক্ষে যখন সকলের মরবার উপক্রম, তখন সেই প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে তাদের কোনো চিন্তা নেই, বৃদ্ধ পিতা বাধ্য হয়ে এগিয়ে এসেছেন। তাদের ***'পরস্পর মুখ দেখাদেখি'*** করার কথা বলে যাকোব স্পষ্ট ভাবে তাদের নিস্ক্রীয়তাকে নির্দেশ করেছে। যে দাদারা যোষেফের স্বপ্নকে বানচাল করতে সম্মিলিত ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল, তারা সেই দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় হাত গুটিয়ে বসে আছে।

যাইহোক, যাকোব যদিও তাদেরকে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার পথ দেখিয়েছে, কিন্তু নিজের সন্তানদের মধ্যে মুখাপেক্ষার কাজকে যাকোব তাঁর বৃদ্ধ বয়সেও ত্যাগ করতে পারেনি। তাই তাঁর ভালোবাসার স্ত্রী রাহেলের গর্ভে জাত, যোষেফের সহোদর বিন্যামীনকে তাদের সঙ্গে পাঠাতে যাকোব নারাজ হল, ***"পাছে তার বিপদ ঘটে"*** (৪ পদ)। প্রায় ২০

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

বৎসর পূর্বে যাকোব যোষেফকে হারিয়েছে, কিন্তু তাতে যাকোব যে দুঃখ পেয়েছে, তা এখনও ভুলতে পারেনি, তাই বিন্যামীনকে হারিয়ে সেই দুঃখের বোঝা যাকোব বাড়াতে রাজি নয়। পাশাপাশি, একথাও চিন্তা করা যায়, বিগত ২০ বৎসর তাঁর অন্য ছেলেদের ব্যবহার দেখে যাকোবের মনে যোষেফের দাদাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ তৈরী হয়েছে। আর তাই, তাদের সঙ্গে বিন্যামীনকে পাঠাতে তার মন সায় দেয়নি। অর্থাৎ, সেই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতার সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল।

আমরা যোষেফের পরিবারের ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্কগুলিকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি। আমরা যাকেবকে দেখেছি যোষেফের প্রতি মুখাপেক্ষার দ্বারা অন্য সন্তানদের বিরুদ্ধে পাপ করেছে, তাদের কষ্ট দিয়েছে। স্বপ্ন দেখার পর, যোষেফ তার ঔদ্ধত্ব ও দাম্ভিকতার দ্বারা তার দাদাদের বিরুদ্ধে পাপ করেছে, তাদের কষ্ট দিয়েছে। দাদারা যোষেফকে বিদেশীদের কাছে বিক্রি করার দ্বারা যাকোব ও যোষেফের বিরুদ্ধে পাপ করেছে, তাদের কষ্ট দিয়েছে। তাদের কেউই নির্দোষ ছিল না। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেলার কাজে প্রত্যেকেরই অংশ ছিল। কিন্তু এই কথা যখন আমরা বলছি, তখন আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এই কথা আমাদের পরিবার বা মণ্ডলী বা দেশের প্রতিও একই ভাবে প্রযোজ্য। কারণ আমরা প্রত্যেকেই অন্যদের বিরুদ্ধে পাপ করি, অন্যদের কষ্ট দিই; আবার অন্যরাও আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করে ও আমাদের কষ্ট দেয়। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই কিছু না কিছু ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ক বর্তমান। খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা সেই সমস্ত ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ক নিয়ে কী করব?

আমাদের মধ্যে অনেকেই যোষেফের মতো দূরত্ব বজায় রেখে ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্কের মোকাবিলা করতে চাই। দাদাদের দ্বারা বিদেশীদের কাছে বিক্রীত হবার পর, যোষেফ তাদের কাছে থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে বসবাস করছিল। মিসরে প্রথমে তার যে পরিস্থিতি ছিল, তাতে দাদাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনো সুযোগ যোষেফের ছিল না। কিন্তু যোষেফ যখন মিসরের উপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল, তখনও সে তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি। সে নিজে না গেলেও লোক পাঠিয়ে তাদের খোঁজ নিতে পারত। কিন্তু তা না করে, যোষেফ তার প্রথম পুত্রে নাম ***'মনঃশি'*** রেখে বলেছে, ***"ঈশ্বর আমার সমস্ত ক্লেশ ও আমার সমস্ত পিতৃকুলের বিস্মৃতি জন্মাইয়াছেন"*** (৪১:৫১)। যারা আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করেছে, আমাদের কষ্ট দিয়েছে, আমরাও যোষেফের মতো তাদের ভুলে যেতে চাই।

আবার অন্যদের ক্ষেত্রে, ভুলে যেতে চাইলেও, তা সম্ভব নয়, কারণ তাদের সঙ্গেই আমাদের ওঠা বসা করতে হয়। একই অফিসে, একই পরিবারে, একই মণ্ডলীতে আমাদের থাকতে হয়। কিন্তু শারিরীক ভাবে একই স্থানে উপস্থিত থাকলেও আমরা যত দূর সম্ভব তাদের থেকে আবেগগত দূরত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করি। তাই, বাহ্যিক দূরত্ব না থাকলেও, আমরা সেই ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ক প্রকৃত অর্থে জোড়াতালি লাগানোর আশা ত্যাগ করে থাকি। একমাত্র ঈশ্বরই পারেন, তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় সেই সম্পর্ককে জোড়া লাগাতে। দাদাদের সঙ্গে যোষেফের সম্পর্ক তিনি জোড়া লাগাতে চলেছেন, তার জন্য তিনি সুযোগ উপস্থিত করেছেন।

খ। <u>দাদাদের সঙ্গে যোষেফের সাক্ষাৎ</u>: তাদের ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ক জোড়া লাগাতে তারা নিজেরা যদিও কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর তাতে হস্তক্ষেপ করেছেন। কীভাবে? মিসর ও কনানের বুকে তিনি দুর্ভিক্ষ পাঠিয়েছেন, যা তার দাদাদের মিসরে যেতে বাধ্য করেছে। ফরৌণকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং তার দ্বারা যোষেফকে মিসরে শস্য সঞ্চয় ও বিক্রয়ের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়েছেন। ফলস্বরূপ, খাদ্য ক্রয় করতে দাদারা যোষেফের কাছে এসেছে। এই সাক্ষাতের মাধ্যমে ঈশ্বর তাদের ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ক জোড়া লাগাতে সুযোগ করে দিয়েছেন।

৬ পদে বলা হয়েছে, ***"অতএব যোষেফের দাদারা তার কাছে গিয়ে মাটিতে মুখ দিয়ে প্রণিপাত***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করল।'' ঈশ্বর যোষেফকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন (৩৭:৭), এবং তার দাদারা তার যে স্বপ্নকে বানচাল করতে চেয়েছিল (৩৭:২০), ঈশ্বর আপন সার্বভৌম ক্ষমতায় তা পূর্ণ করলেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কখনও কোনো কাজ জয়লাভ করতে পারে না। আর ঈশ্বর এইভাবে তাদের মধ্যে কেবল পুনর্মিলন নয় পুনর্মিত্রতা সাধন করার পথ প্রস্তুত করছিলেন। এখন, মিটমাট না করেও পুনর্মিলন সম্ভব এবং সহজ। কিন্তু যদি সম্পর্ক মিটমাট করতে হয়, পুনর্মিত্রতা স্থাপন করতে হয়, তাহলে প্রয়োজন, উভয় পক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন। আপনার বিরুদ্ধে যদি কেউ কোনো পাপ করে থাকে, আপনাকে কষ্ট দিয়ে থাকে, তাহলে তাকে ক্ষমা করার হৃদয়ের অধিকারী আপনাকে হতে হবে; অন্যদিকে, আপনি যদি কারুর বিরুদ্ধে পাপ করে থাকেন, কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে তার জন্য অনুতপ্ত হতে হবে। দাদাদের সঙ্গে যোষেফের সাক্ষাতের মাধ্যমে ঈশ্বর তাদের হৃদয়ে এই পরিবর্তন সাধন করতে চলেছেন।

গ। <u>যোষেফের আচরণ</u>: প্রথমে আমরা যোষেফের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করব। এই অধ্যায়ে দাদাদের প্রতি যোষেফের যে ব্যবহার আমরা দেখতে পাই, তা একদিকে, যখন তাদের প্রতি তার দয়া প্রকাশ করে, তখন অন্যদিকে, তা কর্কশতাও প্রকাশ করে। যোষেফ কেন এমন জটিল ব্যবহার করেছিল? প্রথমে তার দয়াপূর্ণ ব্যবহার আমরা দেখব।

১৭ বৎসর বয়সে স্বপ্ন দেখার পর আমরা যোষেফের মধ্যে যে ঔদ্ধত্ব ও দাম্ভিকতা দেখেছিলাম, বিগত ২০ বৎসরের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার পর, যোষেফের মধ্যে তার কোনো নিদর্শন আমরা দেখতে পাই না। মাটিতে মুখ দিয়ে তাকে তার দাদাদের প্রণাম করতে দেখে যোষেফ তাদের চিনতে পেরেছিল এবং তার স্বপ্নের কথা মনে পড়েছিল, ***''যোষেফ তাদের বিষয়ে যে যে স্বপ্ন দেখেছিল, তা তার মনে পড়ল''*** (৪২:৯)। ১৭ বৎসরের যোষেফ হলে এমন পরিস্থিতিতে সে এমন কথা বলত, *"আমি কি তোমাদের বলিনি, যে আমিই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হব, দেখলে আমার কথাই শেষ পর্যন্ত সত্য প্রমাণিত হল!''* কিন্তু যোষেফ তা করেনি। বিগত বৎসরগুলিতে ঈশ্বর তাকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নত-নম্র করেছেন। যোষেফ পরিবর্তিত হয়েছে।

দাদাদের কাছে দাম্ভিকতা প্রকাশ করার পরিবর্তে পরিবর্তিত যোষেফ নিজের আগে অন্যদের কথা চিন্তা করেছে। কনানে তার যে পরিবারকে সে ভুলে যেতে চেয়েছিল, ঈশ্বর যখন পুনরায় তাদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটালেন, তখন সেই দুর্ভিক্ষ থেকে নিজের পরিবারকে রক্ষা করতে যোষেফ এগিয়ে এল। প্রতিহিংসা নেবার যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও যোষেফ তার বিপরীতে তাদের প্রতিরক্ষায় হাত বাড়ালো। কারণ, দাদারা না জানলেও, যোষেফ জানে সেই দুর্ভিক্ষের আরও কয়েক বৎসর এখনও বাকি আছে। যোষেফ বুঝতে পেরেছিল, ৯ জন দাদাকে আটক রেখে বিন্যামীনকে আনার জন্য যদি একজনকে পাঠানো হয় (১৬ পদ), তাহলে সেই একজন তার পরিবারের অন্যদের জন্য বেশি খাদ্য নিয়ে যেতে পারবে না। তাই, ৩ দিন পরে, তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে, একজনকে আটক রেখে ৯ জনকে শস্য নিয়ে দেশে ফিরে যাবার কথা যোষেফ বলেছিল (১৯ পদ)। কেবল তাই নয়, ২৫ পদ অনুসারে, যোষেফ তার প্রত্যেক দাদার ছালায় শস্যের সঙ্গে তাদের পাথেয় দিয়েছিল ও তাদের শস্যের মূল্য ফিরিয়ে দিয়েছিল। এইভাবে, প্রতিশোধ নেবার পরিবর্তে, তাদের ভুলে যাবার পরিবর্তে, তাদের বাঁচাতে যোষেফ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

অন্যদিকে, যোষেফ তার দাদদের প্রতি যথেষ্ট কর্কশ ব্যবহারও করেছে। ৭ পদে বলা হয়েছে, ***"তখন যোষেফ নিজের দাদাদের দেখে চিনতে পারল, কিন্তু তাদের কাছে অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করল, ও কর্কশভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলল।''*** ৪২:৯-১৭ পদে, আমরা দেখতে পাই, যোষেফ তার দাদদের বিভিন্ন প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছে। ৪ বার যোষেফ তাদের ***'গুপ্তচর'*** বলে সন্দেহ করেছে (৯, ১২, ১৪, ১৬ পদ), যদিও সে তাদের চিনতে পেরেছিল ও জানত তারা গুপ্তচর নয়। কেবল তাই নয়, ১৭ পদে বলা হয়েছে, যোষেফ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তাদের ৩ দিন কারাগারে বদ্ধ পর্যন্ত রেখেছিল। তাহলে কি আমরা ধরে নিতে পারি, যোষেফ তাদের প্রতি প্রতিশোধ নিয়েছিল, তাদের অন্যায় আচরণের যোগ্য জবাব দিয়েছিল?

একথা সত্য যে যোষেফ নিখুঁত ছিল না, কিন্তু যোষেফ প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছায় তার দাদাদের প্রতি এই কর্কশ ব্যবহার করেনি। আসলে যোষেফ নিজের পরিচয় গুপ্ত রেখে তার দাদাদের কাছ থেকে তার পিতা যাকোব ও ছোট ভাই বিন্যামীনের খবর জানতে চেয়েছিল, তাই সে তাদের বিভিন্ন প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছিল। যোষেফ যখন তাদের *"গুপ্তচর"* বলে সন্দেহ করেছিল, তখন তারা নিজেদের *"সৎলোক"* বলে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু তারা যদি জানত, তারা কার কাছে এই কথা বলছে, তারা কি এই কথা বলতে পারত? তারা তাদের ভাই যোষেফের প্রতি যে কাজ করেছে, তার জন্য কি তারা অনুতপ্ত? না কি, তারা ক্রমশ অসত্য, প্রতারণা, অন্যায়-অবিচার চালিয়ে যাচ্ছে? তা দেখার ইচ্ছায় যোষেফ তাদের প্রতি তার ক্রমশ কর্কশ ব্যবহার করেছিল। শেষে তারা সত্য স্বীকার করে বলেছিল, *"আপনার এই দাসেরা ১২ ভাই, কনান দেশনিবাসী একজনের পুত্র; দেখুন, আমাদের ছোট ভাই আজ পিতার কাছে আছে; এবং একজন নাই"* (১৩ পদ)। এই কথা শুনে যোষেফ নিশ্চয়ই মনে মনে হেসেছিল, কারণ যে আর নেই বলে তারা মনে করছে, সে তাদের চোখের সামনে জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছে।

৮ পদে বলা হয়েছে, *"বাস্তবিক যোষেফ নিজের দাদাদের চিনল, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারল না।"* তার দাদারা তাকে চিনতে পারেনি, কারণ তারা যোষেফকে শেষ দেখেছে, যখন সে ১৭ বৎসরের বালক ছিল। তখন হয়ত তার সবে দাড়ি হয়েছে, পোষাকও তার দাদাদের মতোই ছিল। কিন্তু এখন যোষেফের বয়স ৩৭ বৎসর, দাড়ি কামানো মুখে মিসরীয় পোষাক পরে সে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে। তাদের পক্ষে যোষেফকে চেনা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু তারা যোষেফকে না চিনতে পারার কারণেই, তাকে বিদেশী বা শত্রু জ্ঞান করার কারণেই তারা চেতনা পেয়েছিল, যোষেফের প্রতি তাদের আচরণের জন্য তারা অনুশোচনা করেছিল (২১-২২ পদ)।

আজ খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা কেমন জীবন যাপন করে চলেছি? আমরা কেউই ধোওয়া তুলসি পাতা নই। আমরা প্রত্যেকেই অন্যের বিরুদ্ধে পাপ করেছি, কষ্ট দিয়েছি; আবার অনেকেই আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করেছে, কষ্ট দিয়েছে। আমরা কি তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে তাদের ভুলে থাকতে চাই? না কি, তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হলেও তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করি? মনে রাখতে হবে, ঈশ্বরের অনুগ্রহই পারে আমাদের নত-নম্র করে, অন্যকে ক্ষমা করতে সাহস যোগাতে; এবং নিজের পাপ স্বীকার করে অনুতপ্ত হতে। ঈশ্বর যখন আমাদের পুনর্মিলনকে পুনর্মিত্রতায় রূপান্তরিত করার সুযোগ উপস্থিত করেন, বিশ্বাসী আমরা যেন সজাগ থাকি, তাঁর অনুগ্রহে নির্ভর করে, ক্ষমা করতে কিংবা অনুতপ্ত হবার সুযোগকে আমরা যেন গ্রহণ করি। যীশু বলেন, *"তোমরা যদি নিজেদের মধ্যে পরস্পর প্রেম রাখ, তবে তাতেই সকলে জানবে যে, তোমরা আমার শিষ্য"* (যোহন ১৩:৩৫)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com